The Flow

Training Manual

এই প্রশিক্ষণ অনুশীলনগুলি আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে যে, যে কোন পরিস্থীতিতে প্রবাহ অন্যজনের প্রতি বিস্তার হয়। আমরা সুসমাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকি কিন্তু তারমধ্যে কিছু "শিশ্যত্বের প্রশিক্ষক" প্রশিক্ষণে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের লক্ষ্য অনেক দিন ধরে প্রশিক্ষণ দেওয়া নয় বরং ব্যক্তিগত রূপে খ্রীষ্টিয় জীবনে আমরা কোথায় দাড়িয়ে আছি তা দেখিয়ে দেওয়া। আমাদের উদ্দেশ্য হল প্রতিটি খ্রীষ্টিয় ব্যক্তিকে খ্রীষ্টের পথে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করা।

Rev. Paul J. Bucknell

প্রবাহ প্রশিক্ষক এর প্রশিক্ষণ

আমাদের লক্ষ্য

একজন প্রশিক্ষক কোনো ব্যক্তিকে ৩০ মিনিটের মধ্যে বুঝতে পারে ঃ

১) কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টিয় জীবনে কোথায় দাড়িয়ে আছে।

২) তাকে সতর্ক করা এবং প্রভুতে সামর্থ করা।

৩) যে কোন একটি প্রভুতে বৃদ্ধির পরিচয়কে খুজে বার করা এবং কোথায় প্রভুতে বৃদ্ধির দরকার।

সম্পূর্ণ কার্যক্রম

- **অপরিকল্পিত পরিচয় ঃ** প্রথমে তাকে জানা এবং বিশ্বাস (আস্থা) উৎপন্ন করা। সচেতন থাকো। স্বর্গীয় কার্য হিসাবে নাও, হতে পারে এটি ৫ মিনিটের জন্য বা খুব সুন্দর কথোপকথন। সেই ব্যক্তির কাছে আত্মাতিক বিষয় প্রকাশ করা। আমাদেরকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে সেই ব্যক্তির সম্পূর্ণ জীবন সম্বন্ধে।

- **শিষ্যত্বের পদ্ধতিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য সুযোগ খোজ ঃ** খ্রীষ্টানদের মধ্যে উত্তরবিনা অনেক প্রশ্ন আছে। তা জানার জন্য আগ্রহী হওয়া উত্তম। এখানে অনেক প্রশ্ন আছে যা অন্যের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি করে। এই পদ্ধতি যথাযথ সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করে যা সাধারণত চার্চে তা হয়না।
- কেন কিছু কিছু জায়গায় চার্চ মৃত ?
- কিছু বিশ্বসী খুবই হিংসা করে কিন্তু নতুন বিশ্বাসী নয়। কেন ?
- কেমন ভাবে একজনকে উত্তর দেবে যদি সে বলে, "আমি জানিনা কিভাবে ঈশ্বরে বৃদ্ধি পাবো।" আপনি এখানে বলতে পারেন কিভাবে এই পদ্ধতি আপনাকে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করেছে। আমরা কোন চার্চের সিদ্ধান্ত, ভালো কি মন্দ তাতে প্রবেশ করতে চাই না কিন্তু একজন খ্রীষ্টিয় ব্যক্তি প্রভুতে বৃদ্ধির জন্য কতটা নিজে দায়িত্ববান।

- **শিষ্যত্ব পদ্ধতির সূচনা (পরিচয়) ঃ** প্রথমত বলতে হবে আধ্যাত্মিকবৃদ্ধির জন্য বাইবেল কি শিক্ষা দেয়। যা আমরা দেখতে পাই না। শারিরীক বৃদ্ধির দ্বারা, যা আমরা সর্বদাই জ্ঞাত, যদি সময় হয়, তাহলে জীবনের তিনটি ধাপের সম্বন্ধে বলুন। যোহন ২ ঃ ১২ - ১৪ এবং সুন্দরভাবে লেখো। সময়ের উপর নির্ভর করে, সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করুন। অবস্থা এবং উৎসাহ বুঝে বর্ণনা করুন।

১) ধাপ - ১ # ছোট্ট শিশু - নতুন বিশ্বাসী

২) ধাপ - ২ # যুবক/যুবতি - বিশ্বাসে যৌবন

৩) ধাপ - ৩ # পিতা - পরিপক্ত ও ফলপ্রদ বিশ্বাসী

- **আধ্যাত্মিক জীবনে তারা কোথায়, তা শনাক্ত করিয়ে দেওয়া (পরিচয়) ঃ**
  যখন ঈশ্বর অনুগ্রহ দান করেন, তাদের বুঝিয়ে দাও তারা কোন ধাপে আছে। তাকে বর্ণনা কর। তাকে কোন বিষয় বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করেছে এবং কোন বিষয় বৃদ্ধির পক্ষে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। চার্চের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য নিজের জীবন সাক্ষ্যকে বর্ণনা কর। কিছু উৎসকে তুলে ধর যা তাকে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করবে।

শিষ্যত্ব প্রশিক্ষকদের জন্য কিছু আলোচনা

শিষ্যত্ব পদ্ধতির একটি সম্পূর্ণ পরিচিতি ঃ

আলোচনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঃ

- আধ্যাত্মিক বিধি ঈশ্বর শুরু করেন।
- তিনি নতুন জীবন দেন।
- এইটিই একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত যখন একজন ব্যক্তিকে তার আধ্যাত্মিক জাগরণের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা যায় এবং কি অবস্থায় এই জাগরণের সূচনা হয়েছে।
- আপনি হয়তো লক্ষ্য করবেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি যীশুকে জানে না। সেই ক্ষেত্রে শিশ্যত্বের পদ্ধতির অন্যান্য বিষয়গুলোকে ছেড়ে দিয়ে প্রথমে সেই ব্যক্তি কিভাবে পরিত্রাণ পাবে তার চিন্তা করুন। আপনি কিভাবে যীশুকে জেনেছেন সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিন নতুবা যোহনা ১ ঃ ১২ থেকে বলুন। সেইখানে লিখিত নতুন জীবন পেতে আগ্রহী কি না সেই ব্যক্তিকে তা জিজ্ঞাসা করুন। নতুন জীবন কে একটি বীজের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং সেই বীজ ধীরে ধীরে পরিপক্কতা লাভ করে।

২) যীশু খ্রীষ্টের মত হওয়াই খ্রীষ্টিয় জীবনের পরিপক্কতার চুরান্ত পর্যায়। খ্রীষ্টই আমাদের মধ্যে নতুন জীবনের সূচনাকারী এবং তাঁর দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের সাদৃশ্যে বৃদ্ধি পাই, প্রকৃত বিশ্বাসীদের বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য এটাই একমাত্র কারণ। তারা হয়তো প্রায়ই পতিত হতে পারে কিন্তু হৃদয়ের গভীরে সর্বদাই ঈশ্বরে সাদৃশ্যে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রত্যাশা করে।

- মানুষ যেমন ধাপে ধাপে ছোট্ট থেকে বড় হয় আধ্যাত্মিক বৃদ্ধিও ঠিক একই প্রকার ঘটে থাকে।
- যদি সময় থাকে, আপনার শিশ্যদেরকে ১ যোহন ২ ঃ ১২ - ১৪ পড়ে, সেখান থেকে তিনটি আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির ধাপ সম্বন্ধে বলতে বলুন এবং তারা নিম্নলিখিত পর্যায় বা ধাপগুলির কোন অবস্থায় আছেন তা জানতে চান।

১) ধাপ - ১ # ১ > ছোট্ট শিশু - নতুন বিশ্বাসী

২) ধাপ - ২ # ২ > যুবক - যুবক বিশ্বাসী

৩) ধাপ - ৩ # ৩ > পিতা - ফলপ্রদ এবং দায়ীত্বশীল বিশ্বাসী

- প্রথমে নতুন জীবন সম্বন্ধে বলুন তার পরে আত্মিক বৃদ্ধির তিনটি পর্যায় বা ধাপ লিখে রাখুন। পরিশেষে যীশুর মত হওয়াই চুরান্ত লক্ষ্য এবং আমাদের প্রত্যেকের জন্য ইহাই ঈশ্বরের পরিকল্পনা।

শিষ্যত্বের পদ্ধতির সার সংক্ষেপ ঃ

আমরা প্রত্যেকেই বৃদ্ধি পাই ইহাই ঈশ্বরের একমাত্র ইচ্ছা। এই সম্বন্ধে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।

- "আপনি কি এই নতুন জীবন ও আত্মিক বৃদ্ধির সম্বন্ধে আগে কখনো শুনেছেন ?"
- আমি কি আপনাকে এই তিনটি আত্মিক বৃদ্ধির সম্বন্ধে আরো বেশি কিছু জানাতে পারি ? লক্ষ্য রাখুন তারা যেন তাদের প্রকৃত অবস্থাকে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টার জন্য নিজেদের যেন ক্রুটি না রাখে বা ভয় না পায়। আমাদের প্রত্যেকেরই অতীত ইতিহাস আছে তা তাদের কাছে ব্যাখ্যা করুন। কারো হয়তো ভালো অথবা কারোর খারপ। যদি সম্ভব হয় তা হলে, আপনার প্রথম খ্রীষ্টিয় জীবনে মুখোমুখি হয়েছেন এমন একটি কঠিন পরিস্থিতিকে তাদের সঙ্গে আলোচনা করুন।

সময়ের অসুবিধা ঃ

ব্যক্তির প্রয়োজন এবং প্রভুর জন্য আমরা সচেতন হতে চাই। কিন্তু এখানে শিষ্য হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা যদি পথভ্রষ্ট হয় অথবা প্রয়াজনীয় সময় না দিতে পারে তাহলে ধরে নেওয়া দরকার যে তাদের অন্য কোন কিছু রয়েছে বা তারা করতে চায়। সেই ক্ষেত্রে আপনি তাদেরকে একটি উপযুক্ত সময় বেছে নিতে বলুন। এই ক্ষেত্রে আমরা যেন মনে রাখি যে এই নির্দিষ্ট করা সময় চাই তাদের সঙ্গে আমাদের একমাত্র মূহুর্ত এবং সেই কারণে যতটা সম্ভব ঈশ্বরের বাক্য থেকে উৎসাহিত করুন। প্রয়োজনে আমরা আমাদের আলোচনাকে এই সীমিত সময়ের মধ্যেই আলোচনাকে সম্পূর্ণ করতে সম্পন্ন হবে। এইক্ষেত্রে শেষ অধ্যায় (পরিচিতি)কে প্রয়োজনে ছেড়ে দিন।

যদি সম্ভব হয়, একটি পরবর্তী সাক্ষাতে সময়কে ঠিক করে নিন। পশিক্ষণ শেষ করার পূর্বে সেই সমস্ত মূল উৎসাহজনক প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করতে ভুলবেন না যেন। তাদের চেষ্টা করুন যে, তারা জানতো যে তাদের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে ধাপে ধাপে আত্মিম বৃদ্ধি পাওয়া ঈশ্বরের একমাত্র লক্ষ্য। এই প্রত্যাশার জন্ম দেয়।

সেনটরের ব্যবহারের জন্য কিছু উপযুক্ত আলোচনা

ছোট্ট শিশু নতুন বিশ্বাসী

নতুন বিশ্বাসীর আত্মিক বৃদ্ধি

মনে রাখার মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি ঈশ্বর শুরু করেন। একটি নতুন শিশু জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে তার বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কিছু প্রয়োজন দেখা যায়। সেই বিশেষ প্রয়োজনগুলি কি কি ? সেইগুলি খুবই সাধারণ যেমন খাদ্য, বিশ্রাম, যত্ন নেওয়া এবং ভালোবাসা। বিশ্বাসীদের বৃদ্ধিও একই প্রকার। যদি একজন নতুন বিশ্বাসী ওপর উল্লিখিত বিষয়গুলি পায় তাহলে তার আত্মিক বৃদ্ধি সুন্দরভাবে ঘটে থাকে।

- যোহন ২ঃ ১২ - ১৩ পদে নতুন বিশ্বাসীদের বৃদ্ধির জন্য আমরা নতুন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখতে পাই।

১) "আপনার পাপের ক্ষমা হয়েছে।" কিভাবে এবং কখন আমরা পাপ করি এবং খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে সম্পূর্ণ রূপে ক্ষমা প্রাপ্ত হই, এই বাক্যটি তাই দেখায়। এই সময় শয়তান আমাদের ক্রমাগত দোষারোপ করে এবং আমরা ঈশ্বরের সন্তান নই এই চিন্তায় আমাদেরকে নিরুৎসাহ করে।

২) "তাহার নামে"। নতুন বিশ্বাসীদেরকে মনে রাখা দরকার যে তাদের ভালো কার্যের জন্য নয় বরং খ্রীষ্টের ক্রুশের মৃত্যুর দ্বারাই তারা পাপের ক্ষমা এবং ঈশ্বরের দ্বারা গৃহীত হয়েছে। অনুগ্রহের এই সত্যতাকে যেন তাদের কাছে তুলে ধরা হয়। খ্রীষ্টের জন্যই ঈশ্বর আমাদের অধর্মানুযায়ী ব্যবহার করেন নি পরিবর্তে অধিক যত্নবান হয়েছেন। (অন্যের প্রতি কি ধরণের মনোভাব আমাদের হওয়া উচিত তাই দেখায়। অন্যের প্রতি আমরা যেন দয়ালু হই)। আমরা প্রায় পতিত হতে পারি কিন্তু খ্রীষ্টের নামে সম্পূর্ণ রূপে গৃহীত হয়েছি তা যেন মনে রাখি।

৩) "তুমি পিতা ঈশ্বরকে জান"। ঈশ্বর চান যেন, প্রত্যেক বিশ্বাসী জানতে পারে তারা ঈশ্বরের সন্তান। আমরা তার পরিবারের অংশ এবং শিশু হিসাবে সর্বদা পিতার উপস্থিতিতে থাকাই কাম্য। তাই প্রার্থনা হল পিতার সঙ্গে কথা বলা এবং বাইবেল অধ্যায়ন হচ্ছে পিতার কাছ থেকে প্রত্যেক দিন বিশেষ উপদেশ শ্রবণ করা।

উপরে উল্লেখিত প্রত্যেকটি ধাপে কিছু সময় কাটান এবং আপনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনে থাকলে লিখে রাখুন। — নিম্নোলিখিত প্রশ্নগুলি কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে দেখায়

- নতুন খ্রীষ্টিয়ানের প্রতি লক্ষ্য রাখা
- তাদের যে কোন প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখুন। অথবা এই বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করুন ?

১) আপনার এখনও কি এমন কোন পাপ বোধ রয়েছে যা খ্রীষ্ট হয়তো এখন ক্ষমা করেন নি ?

২) কিসের উপর ভিত্তি করে আপনি বলছেন যে ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করবেন ?

৩) বড় হওয়ার সময় আপনার জাগতিক পিতা কি আপনার খুব ঘনিষ্ট ছিল ?

আমরা ব্যর্থ হওয়া সত্বেও ঈশ্বর চান যেন তার ঘনিষ্ট হই, ইহা অনেক ক্ষেত্রেই আমরা বুঝে উঠতে পারি না।

প্রাথমিক খ্রীষ্টিয় শিক্ষাগুলির উপর একজন নতুন বিশ্বাসীকে দাঁড় করানো খুব প্রয়োজন। উপযুক্ত যত্নের অভাবে একজন নতুন বিশ্বাসী অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এবং ক্রমাগত ব্যর্থতার সম্ভাবনায় ভীত হয়ে পড়ে।

যুবক ব্যক্তি এবং তরুণ বিশ্বাসী

তরুণ বিশ্বাসীর বৃদ্ধি

১ম যোহন পুস্তকে নতুন বিশ্বাসী সমন্ধে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে। শারীরিক উন্নতির সঙ্গে এর তুলনা করুন। একজন ব্যক্তি যদি শাস্ত্রের এই অংশগুলি ভাল ভাবে জেনে থাকে তাহলে এখানে যোহনের উল্লেখ করা তিনটি বিষয় তাকে খুঁজে বের করতে বলুন। অথবা তারা না জেনে থাকলে তাদের কাছে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করুন।

- একটি শিশুর মত নতুন বিশ্বাসী ও যৌবনে পৌঁছাবার আগে অস্থায়ী কৈশর অবস্থায় পদার্পন করে। জীবনের এই অবস্থায় তারা শক্তিশালী হয়। কারণ তারা কোন মতেই আর শিশু নয়। কিন্তু আবার তারা পূর্ণ বয়স্ক নয়।

- যোহন আবার এই তরুণ বিশ্বাসীদের জন্য (১ম যোহন ২ঃ ১২ - ১৪) এখানে তিনটি বিশেষ বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন।

১) "তোমরা সেই পাপাত্মাকে জয় করিয়াছ"। তরুণ বিশ্বাসীদের যোহন এইভাবে বলে তাদের মানসিক অনুভবগুলির এক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছেন। যদি কোন ব্যক্তি নিজের অনুভবের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাহলে সে নিজেকে পরাজিত ভাববে, অনেক বিশ্বাসী এইভাবে পরাজয়ের গ্লানিতে নিজেদের ডুবিয়ে রাখে। ঈশ্বর বিজয়ী হওয়ার জন্যই তাদের স্থাপন করেছেন। কিন্তু সেই বিজয়ী জীবন যাপন করার পূর্বে একজন তরুণ বিশ্বাসীকে সেই বিশ্বাস যে দৃঢ় হতে হবে। ক্রুশের উপরে যীশু মন্দের উপরে বিজয় ঘোষণা করেছেন। আর আমরা খ্রীষ্টে বিজয়ী হয়েছি।

২) " তোমরা বলবান"। আবার আগের মতই অনেক বিশ্বাসীরা নিজেদেরকে বলবান ভাবতে পারেনা বরং নিজেদেকে দূর্বল ভাবে। আত্মিক জীবনে তাদের বৃদ্ধি প্রায় ওঠা নামা করে। ঈশ্বর চান তারা যেন অবশ্যই বলবান হয়, কারণ ঈশ্বর এই জন্যই তাদের তৈরী করেছেন।

৩) "ঈশ্বরের বাক্য তোমাদের অন্তরে বাস করে"। বিশ্বাসীকে তার শক্তির উৎস সমন্ধে যোহন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, এই শক্তি নিজের মধ্যে নয় কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে সেই শক্তি নিহিত আছে। আমাদের নিজস্ব সামর্থ ও জ্ঞান যথেষ্ট নয়। যদি আমরা মনে করি আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান ও সামর্থ রয়েছে আর এই ভেবে যদি ঈশ্বরের বাক্য অধ্যায়ন থেকে বিরত হই তাহলে আমরা অবশ্যই ভুল করছি। প্রতিনিয়ত প্রভুর সঙ্গে সময় কাটানো খুবই প্রয়োজন।

এই আলোচনার সময় নিজের জীবন থেকে উদাহরণ দিয়ে আপনার শ্রোতাকে বুঝিয়ে দিন যে, আপনি কিভাবে ব্যার্থ হয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের বাক্যদ্বারা কিভাবে পুনরায় শক্তিশালী হয়েছিলেন।

• তরুণ খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর জন্য লক্ষ্য মাত্রা

কোন বিশেষ বিষয় জানার থাকলে তার উপর নজর ছিল, অথবা তাদের নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞেস করুন।

১) জীবনে এমন কী কোন জায়গা আছে যেখানে আপনি আজও পরাজীত ?

২) খ্রীষ্টিয় জীবনে আপনি কতটা দৃঢ় ? অথবা কি বিষয়গুলি আপনাকে সর্বদা নিরাশ করে।

৩) কতটা সময় আপনি ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নে সময় কাটান ? সেই মূহুর্তগুলো কি আপনার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঈশ্বরের বাক্যের বিশ্বাসের দ্বারাই তরুণ বিশ্বাসীরা জীবনে শত পতিবন্দকতা সত্বেও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পিতা পরিপক্ক বিশ্বাসী

পরিপক্ক বিশ্বাসীর আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি ঃ

আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির প্রতিটি স্তরেই বৃদ্ধি দেখা যায়। যা একজন পরিপক্ক বিশ্বাসীর ক্ষেত্রেও হয়। একজন খ্রীষ্টিয় ব্যক্তি জীবনে আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি কখনই থেকে থাকে না।

- কিভাবে একজন পরিপক্ক বিশ্বাসী তার আধ্যাত্মিক জীবনকে থামতে দেয় না ? আপনি কি কখনো দেখেছেন যা পিতা বলেছেন ১ যোহন ২ ঃ ১২ - ১৪ পদে। আপনি জিজ্ঞাসা করুন কেন যোহন বার বার এই কথাটি বলেছেন। তাদের দরকারী বিষয় যা অন্যদের থেকে পৃথক ছিল। তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল যে ঈশ্বরের সঙ্গে এক গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা।
- এখানে ৩ থেকে ৪টি বিষয় দেখ যা পিতাকে অন্যদের থেকে পৃথক রেখেছে।
- পিতা তিনি ফলবন্ত। আমরা সুসমাচার প্রচার করি এবং প্রভুতে অনেককে আনি।
- পিতা হলেন Shapers। আমরা শিষ্য করি। শিক্ষা দিই, মেনটর করি এবং অন্যদের সাবধানও করি।
- পিতাদের ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে হয়। আমরা আমাদের উচ্চতায় বৃদ্ধি পাই না কিন্তু আত্মাতে বৃদ্ধি পাই।
- পিতা তিনি ঈশ্বরকে বেশি করে জানার মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি পান। আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে এক গভীর সম্পর্কের বন্ধনে যুক্ত হই, যিনি আদি থেকেই আছেন।

যখন আপনি কোন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বুঝবেন, তা আপনি নিজের এক উদাহরণ দিয়ে বলবেন যে আপনি কিভাবে পরাজিত হয়েছেন কিন্তু আবার ঈশ্বরের বাক্যে বলবান হয়েছেন।

পরিপক্ক খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীর জন্য লক্ষ্য মাত্রা ঃ

যে কোন বিশেষ দরকারের উপর সচেতন থাকতে হবে। যদি জিজ্ঞাসা করতে হয় জিজ্ঞাসা করুন।

১) আপনি কি একজন পরিপক্ক বিশ্বাসী ?

২) আপনি কি অন্যের কাছে সুসমাচার প্রচার করে থাকেন ?

৩) আপনি কি ঈশ্বরের কোন বিশেষ ব্যক্তির জীবন থেকে শিক্ষা দিতে পারবেন ?

আমার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বলি যে, এখানে খুব কম সময় আমরা পিতা কে নিয়ে করবো। যদি বিশ্বাসীরা পরিপক্ক হয় তা হলে আপনি অধিক সময় তাদের সঙ্গে ব্যায় করুন। ঈশ্বর চান যেন প্রত্যেক বিশ্বাসী এই জীবনের এই স্তরে পৌছায়। আমরা যখন কোন ব্যক্তিকে দেখি, তখন কি মনে হয় যদি সে সম্পূর্ণ রূপে শারীরিক ভাবে বৃদ্ধি না পায়।

বিভিন্ন অবস্থান তাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রভুতে আস্থা রাখেন। এই 'পিতারা' ঈশ্বরের বাক্যকে তাদের জীবনে অনুভব করার জন্য এবং তারা অন্যের আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির জন্য দায়িত্ববান।

শিষ্যত্ব পদ্ধতিব একটি চার্ট

আধ্যাত্মিক বদ্ধিব একটি চার্ট

এখানে তিনটি গোলাকাব চিহ্ন আকবো এবং তাদেবকে চেনাব চেষ্টা কববো। ন্যাপকিন ব্যবহাব কব, স্ন্যাপ কাগজ, ভালো কাজ এবং একটি নোট বক হত্যাদি। এহটি একটি একজনেব আকাব দক্ষতা, আমবা দেখবো নিচে কি দেওযা হযেছে। আমাদেব এহ আলোচনা মলত একটি জাযগায গুরুত্ব দেবে না কোন একজনেব সমযেব ও দবকাবেব উপব আস্থা, এহ বিষযে আলোচনা কববে। এখানে এহ চার্টটি দেওযা হবে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন দিযে চার্টটিকে ভবতে হবে। এহ প্রশ্নগুলি হযতো সম্পর্ণভাবে আলাদা হবে না ববং আমবা এহ অধ্যায আলোচনা কবেছি। ববং এহটি হযতো আমাদেবকে সমযে সম্পর্ণ বিষযটি বঝতে সাহায্য কববে।

New life

* আপনি কি নতন জাবন পেযেছেন ?
* এহ সম্বন্ধে আপনাব কাছে কি প্রমান আছে ?

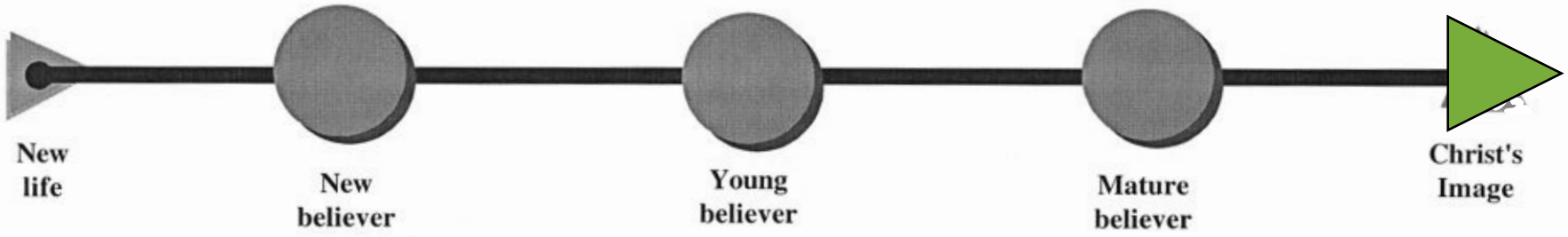

New believer

* তমি কি তোমাব পবিশ্রমেব উপব সন্দেহ কব ? কেন ?
* তমি কি চিন্ত কব যে কিছ পাপ আছে যা ঈশব ক্ষমা কবেন না ? তাবা কি কি ?
* ঈশব কি আপনাব সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈবী কবতে চান ?

Young believer

* ঈশবেব বাক্য মজ্জাগত কবাব জন্য আপনি কি কি পদক্ষেপ নেবেন ?
* জাবনে পবাজয কে তমি কি ভাবে নাও ?
* তমি কতটা সময ঈশবেব বাক্যেব জন্য ব্যয কব ? এহ সময তমি কি আনন্দ অনভব কব ?

Mature believer

* তমি কি এখন কোন পবাক্ষাব মধ্য দিযে যাচ্ছো ? তমি কি তোমাব বিশাসকে মজবত কবছো না দর্বলতা অনভব কবছো ?
* বর্তমানে তমি কাব সেবা কবছো ?
* জাবনেব এহ অনশালন কে তমি কি অন্যকে সাহায্য কবাব জন্য বলতে পাববে ?

Christ's Image

* কিসেব উপব ভিত্তি কবে আপনি খ্রাষ্টেব ন্যায হচ্ছেন ? তা বর্ণনা কব।
* বর্তমানে আপনি কি বদ্ধি পাচ্ছেন ?

অকল্যান্ড ইন্টারনেশানাল ফেলোশিফ এর আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির প্রবাহ

কল ঃ ১ ঃ ২৮ - ২৯
বাইরে প্রচার এবং
জীবন সাক্ষ্য দেওয়া

১ পিতর ঃ ২ ঃ ১ - ১০
মন্ডলী ঃ
বৃদ্ধির উপর যত্ন নেওয়া

ইফি ঃ ৪ ঃ ১১ - ১৬
প্রশিক্ষণ দেওয়া ও উপযুক্ত করা
আধ্যাত্মিক বৃদ্ধিকে নিশ্চিত করা

২ তিম ঃ ২ ঃ ১ - ২
উন্নত প্রশিক্ষণ ঃ
বৃদ্ধির উদ্দেশ্য

প্রেরীত ঃ ১৩ ঃ ১ - ৩
বিশেষ প্রশিক্ষণ ঃ
বহুমুখী বৃদ্ধি

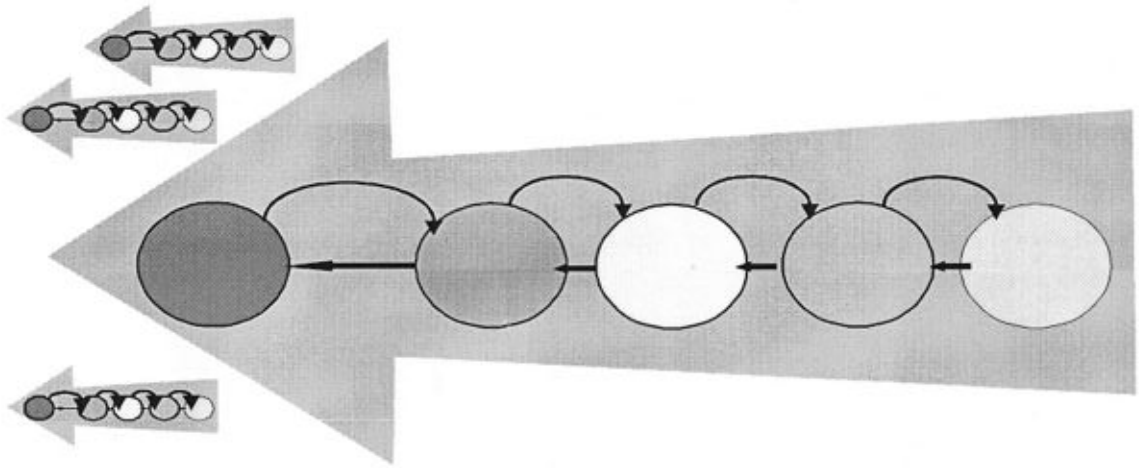

আপনি কোন স্তরে আছেন ? আপনি কিভাবে আরও বৃদ্ধি পাবেন ?

লক্ষ্য
অবিশ্বাসীদেরকে শুনতে, বুঝতে এবং সুসমাচার দিয়ে যীশুকে বিশ্বাস করতে এবং যীশুর সাথে নতুন জীবন শুরু করতে সাহায্য করা।

পদ্ধতি ঃ
— বাইবেল অধ্যায়
— খেলাধূলার মঞ্চ দিয়ে
— বাইরের প্রচার গুরুত্ব
— সম্পর্ক স্থাপনীয় কার্য
— অন্যান্য খ্রীষ্টিয় সংস্থার সঙ্গে সু-সম্পর্ক

লক্ষ্য
নতুন বিশ্বাসীকে খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করতে সাহায্য করা। তাদের প্রস্তুতে যত্ন নিয়ে খ্রীষ্টের সেবায় রত রাখা।

পদ্ধতি ঃ
— ধাপ # 1 A শিষ্যত্ব (প্রভুতে বৃদ্ধি)
— ধাপ # 2 B শিষ্যত্ব (জীবনের পরিবর্তন ঃ পরিচিতি)
— ধাপ # 1 C শিষ্যত্ব (TL পিরিস ঃ গোষ্ঠী)
— নতুন জীবন ঃ অধ্যায়ন
— বাপ্তিস্ম
— সংগতিতে যুক্ত হওয়া
— প্রাথমিক সেবায় যুক্ত থাকা

লক্ষ্য
বিশ্বাসীদেরকে এক আদর্শ শিষ্য হিসাবে গড়ে তোলা। ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম ভাব গড়তে সাহায্য করা এবং পরবর্তীতে যেন এক বিশ্বস্থ ও ফলপ্রদ খ্রীষ্টের দাস হয়।

পদ্ধতি ঃ
— ধাপ # 2 A শিষ্যত্ব (TL শিরিশ Integrity)
— ধাপ # 1 B শিষ্যত্ব (TL শিরিশ সেবা)
— রবিবারের অধ্যায়ন
— মন্ডলীতে ও অন্যান্য সংগতিতে সেবা করা

লক্ষ্য
একজন বিশ্বাসীকে সাহায্য করতে হবে, সে যেন এক নম্র নেতা হয় তা স্বভাবে এবং আধ্যাত্মিক জীবনে, তার দর্শনে এবং দক্ষ নেতা হিসাবে।

পদ্ধতি ঃ
— ধাপ # 3 শিষ্যত্ব (BEF)
— একজন আধ্যাত্মিক গুরু
— বিশেষ প্রশিক্ষণ যেমন বাইবেল অধ্যায়ন ইত্যাদি
— অল্প সময়ের জন্য নিকান চিনে থেকে প্রচুর সেবা করা।

লক্ষ্য
চার্চের অন্যান্য সেবকদেরকে সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের সেবা কার্যে রত থাকতে সাহায্য করা যেমন - মিশনারী, পালক ইত্যাদি।

পদ্ধতি ঃ
— নিজের চার্চে ব্যস্ত থাকা
— অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে প্রচুর সেবা করা।
— সেমীনারী প্রশিক্ষণ
— পরবর্তীতে একজন মিশনারী, চার্চের পালক এবং কাউনশিলার ইত্যাদি।